প্রতিজ্ঞা পূর্ণতার সূচনা

(Promise Fulfilment Begins)

আদিপুস্তক ৪৬:১-৩৪ পদ

যাকোবের ছেলেরা দ্বিতীয়বার মিসরে গিয়ে শস্য নিয়ে ফিরেছে, সঙ্গে এনেছে সেই সুসংবাদ, ***"যোষেফ এখনও জীবিত আছে, আবার সমস্ত মিসর দেশের উপরে সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে।"*** সেই কথা শুনে যাকোব যদিও প্রথমে হতভম্ব হয়েছিল, সেই কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু যাকোবকে নিয়ে যাবার জন্য যে সমস্ত শকট পাঠানো হয়েছিল, তা দেখে যাকোবের আত্মা পুনর্জীবিত হয়েছিল। অতএব, এবারে যাকোবকে মিসর যেতে হবে, যাকোবকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশ কনান ত্যাগ করে মিসরে যেতে হবে।

ক। মিসর যাত্রা সম্বন্ধে ঈশ্বর অনুমোদন দিলেন: কিন্তু অব্রাহামের বংশধর হিসাবে, যাকোবের পক্ষে কনান ত্যাগ করে মিসরে যাওয়া তেমন সহজ কাজ ছিল না। একথা সত্য যে, যোষেফের কথা মতো এখনও দুঃভিক্ষের ৫ বৎসর বাকি আছে, এবং মিসর-যাত্রার মাধ্যমে যাকোবের বংশধররা সেই দুর্ভিক্ষের পরিবর্তে প্রচুর সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চলেছে। কিন্তু তার জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশ কনান ত্যাগ করে মিসর যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাকোবকে চিন্তায় ফেলেছে। কারণ, এর আগে ঈশ্বর যখন যাকোবকে তার নতুন নাম 'ইস্রায়েল' দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, ***"আমি অব্রাহামকে ও ইস্হাককে যে দেশ দান করেছি, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে দেব"*** (৩৫:১২)। ঈশ্বরের এই কথা কনানের জন্য প্রযোজ্য, মিসরের জন্য নয়।

তাই, এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার সময় যখন উপস্থিত হয়েছে, তখন ৪৬ অধ্যায়ের ১ পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকোব মিসর যাত্রার পথে বের্-শেবাতে নৈবেদ্য উৎসর্গকরণের দ্বারা ঈশ্বর-আরাধনা করেছে। এই বের্-শেবা ছিল কনান দেশের সবচেয়ে দক্ষিণ প্রান্ত। আর এখানে আমরা আরও যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি, তা হল, দীর্ঘকাল নীরব থাকার পর ঈশ্বর পুনরায় যাকোবকে দর্শন দিলেন। অব্রাহাম ও ইস্হাকের প্রতি ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা (অর্থাৎ কনান দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা) যদিও তিনি পূর্ণ করবেন, তথাপি যাকোবকে এখন কনান ত্যাগ করে মিসরে যেতে হবে। তাহলে কি ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার পরিবর্তন করেছেন? না, তা সত্যি নয়। আসলে এইভাবে যাকোবের বংশধরদের মিসর যাত্রাও ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। তিনি তাদের কনান থেকে মিসরে নিয়ে যাবেন, ঠিক কথা, কিন্তু আবার উপযুক্ত সময়ে তাদের পুনরায় কনানে ফিরিয়ে আনবেন, পূর্ব থেকেই তিনি এই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন; তাঁর পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটেনি। এ বিষয়ে অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি-স্থাপনের সময়ই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আদিপুস্তক ১৫:১৩-১৪ পদে ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছেন, ***"নিশ্চয় জেনো, তোমার সন্তানরা পরদেশে প্রবাসী থাকবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম করবে; লোকে তাদের দুঃখ দেবে- চারশো বৎসর পর্যন্ত। আবার তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই তার বিচার করব; তারপর তারা যথেষ্ট সম্পদ নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হবে।"*** আর তাই, অব্রাহামের প্রতি উক্ত সেই কথার অনুসরণে বের্-শেবাতে পুনরায় দর্শন দিয়ে ঈশ্বর যাকোবকে বললেন, ***"আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার ঈশ্বর; তুমি মিসরে যেতে ভয় কোরো না, কারণ আমি সেই স্থানে তোমাকে বৃহৎ জাতি করব। আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে যাব, এবং আমিই সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়ে আনব . . ."*** (৪৬:৩-৪)। এইভাবে, ঈশ্বর যখন তাঁর প্রতিজ্ঞা যাকোবের কাছে পুনরায় উক্ত করলেন, তখন তা কেবল যাকোবকে উৎসাহিত করেনি, কিন্তু মোশির লেখা এই কাহিনীর প্রথম

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাঠকদেরও উৎসাহ দিয়েছিল। কারণ, এই কাহিনীর প্রথম পাঠকরা হল, মিসরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যারা মোশির নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করেছিল, তাদের সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ পরিবর্তী প্রজন্ম), যারা তাদের যাত্রা শেষ করে কনান জয় করতে চলেছে। এখন ঈশ্বর যে তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত, তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। কারণ, যাকোবের জীবনে এই মুহূর্তের ঘটনার সঙ্গে তাদের জীবনের প্রচুর মিল তারা দেখতে পেয়েছিল। যাকোবের পক্ষে কনান ত্যাগ করে মিসরে যাওয়া কি ঠিক হবে? এই সময় ঈশ্বর যাকোবকে দর্শন দিয়েছেন এবং প্রতিজ্ঞার প্রতি নিজের বিশ্বস্ততার কথা বলেছেন। ফলস্বরূপ, যাকোব যে কাজ করতে চলেছে, তার যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পেরেছে। অনুরূপ ভাবে, যে ইস্রায়েল দীর্ঘ ৪০ বৎসর প্রান্তরে দিশেহারা হয়েছে, তারাও (যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তির মাধ্যমে) উপলব্ধি করেছে যে, সেই ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত হওয়ায়, কনান জয় করতে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমাদের জীবনের প্রতিও এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। আমরাও অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমস্যার মুখে পড়ি। ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা বুঝে উঠতে পারি না। যাকোবের মতো আমরাও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না, আমরা বাধ্যতার পথ বেছে নেব, না কি সুখ-সাচ্ছন্দের পথ বেছে নেব। এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, **দুর্ভিক্ষের ন্যায় পার্থিব ও সাময়িক কোনও বিপদ বা আশঙ্কা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বানচাল করতে পারে না**, এবং **সেই সমস্ত বিপদ বা আশঙ্কার মাধ্যমে তিনি অন্য লক্ষ্যও পূর্ণ করে থাকেন**। দ্বিতীয়ত, **ঈশ্বরের সামগ্রিক পরিকল্পনা সাধিত হলেও বিভিন্ন মানুষের জীবনে তা বিভিন্ন পথে সাধিত হয়ে থাকে, তাদের জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে থাকে**। সকলের জন্য যে তা একই পথে সাধিত হতে বাধ্য, তা নয়। কেবল মিসর যাত্রার বিষয়টি যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলেও আমরা দেখতে পাব, অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের জীবনে, তা কত ভিন্ন পথে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে সাধিত করেছে।

অব্রাহামের জীবনে: প্রতিজ্ঞাসহ আহ্বানে আহূত হবার পর, সেই আহ্বান মেনে অব্রাহাম যখন পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করে কনানে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখন কী ঘটেছিল আমরা তা স্মরণ করতে পারি। দুর্ভিক্ষের সময় অব্রাহাম কনান ত্যাগ করে মিসরে নেমে গেছিল এবং প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ বিপরীত অনৈতিক আচরণ করেছিল (আদি ১২:১০-২০)। তার সুন্দরী স্ত্রী সারাকে বিয়ে করার ইচ্ছায়, ফরৌণ অব্রাহামকে হত্যা করতে পারে, এই ভয়ে ভীত হয় অব্রাহাম নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিল। অবশ্য, শেষপর্যন্ত সারাকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যখন ফরৌণের প্রতি অভিশাপ নেমে এসেছিল। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে, সমস্ত জাতির প্রতি অব্রাহাম কোথায় আশীর্বাদস্বরূপ হবে, কিন্তু তার বিপরীতে সে তাদের অভিশাপের কারণ হয়েছিল।

ইস্হাকের জীবনে: আবার ইস্হাকের জীবনে কনান বসবাসকালে যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তখন ঈশ্বর ইস্হাককে সরাসরি আদেশ করেছিলেন, সে যেন তার জীবন রক্ষা করতে মিসরে না নেমে যায়: ***"তুমি মিসর দেশে নেমে যেও না, আমি তোমাকে যে দেশের কথা বলব, তথায় থাক"*** (আদি ২৬:২)। ঈশ্বরের কথা শুনে, ইস্হাক মিসরে নেমে যাবার পরিবর্তে, পলেষ্টীয়দের দেশ গরারে বসবাস করলেও, সে তার পিতার অনুকরণে নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দেবার কাজের পুনরাবৃত্তি করেছিল। অব্রাহাম ও ইস্হাকের জীবনে এই অভিজ্ঞতা যে সত্য প্রকাশ করেছিল, তা হল, ঈশ্বরের প্রতি তাদের আস্থা এবং তাদের স্ত্রী ও আতিথ্যকারীদের প্রতি ভালোবাসার থেকে লোকদের প্রতি তাদের ভয় ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আত্মপ্রেম অনেক প্রবল (জোড়াল) ছিল।

যাকোবের জীবনে: অন্যদিকে যাকোব সর্বদা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ ভোগ করতে চেয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর যাকোবকে পরিবর্তিত করেছেন, যার ফলস্বরূপ, সে কনান দেশ ত্যাগ করতে রাজি হয়েছে এবং ঈশ্বরের সেই কথার প্রতি আস্থা রাখতে পেরেছে যে, ঈশ্বর একদিন তার বংশধরদের পুনরায় কনানে ফিরিয়ে আনবেন। তাই, কনানে প্রবেশ করা বা ত্যাগ করার মধ্যে তাদের জীবনের আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি কেমন ছিল ও তাদের জীবনে ব্যক্তিগত প্রতিমা কী ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, একই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বা একই ঘটনা ঘটিয়ে, ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন।

এই কথা আমাদের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। আমরা যখন বিভিন্ন কঠিন উভয়-সঙ্কটের *(dilemmas)* পরিস্থিতির মধ্যে পড়ি, তখন আমরা সাধারণত যে প্রশ্ন করে থাকি, তা হল, *"ঈশ্বর আমাকে কী করতে বলছেন?"* কিন্তু উপরের সত্য আমরা যখন উপলব্ধি করি, তখন আমাদের উচিৎ সেই প্রশ্ন করা, *"এর দ্বারা ঈশ্বর আমার হৃদয়ের কোন গোপন সত্য প্রকাশ করছেন?" "আমার ও তাঁর মূল্যবোধের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক বর্তমান, তা সেই ঘটনা কীভাবে প্রকাশ করতে চলেছে?"* উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন আমাদের সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিই, তখন তার দ্বারা আমাদের হৃদয়ের কয়েকটি গোপন সত্য প্রকাশ পায়। তাদেরকে কোন্ স্কুলে ভর্তি করব, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, আমাদের মনের গভীরের বিভিন্ন সত্য প্রকাশ পায়। আমরা মনে করি, জাগতিক সাফল্য লাভে শিক্ষাগত কৃতিত্ব অর্জনের একান্ত প্রয়োজন, এই চিন্তা আমাদের মধ্যে প্রতিমার মতো কাজ করে।

অন্যদিকে, আমরা যখন আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের বক্র পথের পরিকল্পনাকে দেখি, তখন উপলব্ধি করি যে, তা তিনি কেবল আমাদের জন্য নয়, তাঁর পুত্র যীশুর পার্থিব জীবনেও সেই একই পথ প্রয়োগ করেছেন। যীশুর পরীক্ষার সময় শয়তান যখন জগতের সমস্ত রাজ্য দেবার প্রলোভন দেখিয়েছিল, যীশু তখন যে উভয়-সঙ্কট উপলব্ধি করেছিলেন, তা হল, পিতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা অথবা নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্য। তিনি কি সমস্ত জগতের উপর রাজত্ব করতে আসেননি? আর শয়তান তাঁকে সেই লক্ষ্য অর্জনের সহজ পথ প্রদর্শন করেছে, যার মধ্যে ক্রুশীয় ব্যথা বহন করার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা কী দেখতে পাই? যীশু কিন্তু সেই ক্রুশীয় ব্যথাবিহীন পথকে বেছে নেননি, কারণ ক্রুশকে বাদ দিয়ে তিনি যে কর্তৃত্ব লাভ করবেন, তা কখনও ক্ষমা বা পরিত্রাণ করার কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে না। যীশু যে উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা কেবল পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব অর্জন নয়, কিন্তু পাপীদের পাপ ক্ষমা করা এবং নতুন মনুষ্য-সমাজ (ইফিষীয় ২:১৫) গড়ে ঈশ্বরের গৌরব আনয়ন করা।

খ। যাকোব ও তার বংশধররা মিসর গেল: ৪৬ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা যাকোবের বংশধরদের সেই তালিকা পাই, যারা সেদিন যাকোবের সঙ্গে কনান থেকে মিসরে গেছিল। ৪৬:৭ পদে বলা হয়েছে, ***"এইরূপে যাকোব নিজের পুত্র-পৌত্র, পুত্রী-পৌত্রী প্রভৃতি সমস্ত বংশকে সঙ্গে করে মিসরে নিয়ে গেল।"*** ৮ পদে বলা হয়েছে, ***"ইস্রায়েল- সন্তানরা, যাকোব ও তার সন্তানরা, যারা মিসরে গেল, তাদের নাম।"*** আদিপুস্তকের অন্যান্য বংশতালিকার ন্যায়, এই বংশতালিকাও আদিপুস্তকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে, কনানে যাকোবের বংশধরদের কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে এবং মিসরে তাদের অস্থায়ী বসবাস শুরু হতে চলেছে।

কিন্তু এই বংশতালিকা যখন আমরা ভালো করে দেখি, তখন প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে যে, অব্রাহামের প্রতি প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদের প্রথম ফুলটি ফুটতে শুরু করেছে। ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন যে, তিনি তার বংশধরদের দ্বারা এক মহান জাতি গড়বেন। কিন্তু তিনি যখন তার প্রতি এই প্রতিজ্ঞা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেন, তখন অব্রাহামের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল এবং সারা এমন বৃদ্ধা, যার স্ত্রীধর্ম নিবৃত্ত হয়েছিল, কিন্তু তারা ছিল সন্তানহীন। তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে অব্রাহামের বংশধররা ৭০ জনে পরিণত হবে? এর আগে আদিপুস্তক ১০ অধ্যায়ে, আমরা নোহের মাধ্যমে পৃথিবীতে ৭০টি জাতিকে বসবাস করতে দেখেছিলাম। ধরা যেতে পারে, সেই সমস্ত ৭০টি জাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বহন করে নিয়ে যাবার জন্য যাকোবের এই সমস্ত বংশধরকে ঈশ্বর আগামী দিনে ব্যবহার করতে চলেছেন।

এই বংশ-তালিকা নিয়ে আমরা কী করব? মনে রাখতে হবে, তারা আমাদেরও পূর্বপুরুষ। কারণ, যীশু খ্রীস্টেতে বিশ্বাসী আমরা সবাই অব্রাহামের সন্তান, পরজাতি আমাদেরকে অব্রাহামের বংশে কলম করে জোড়া লাগানো হয়েছে। পৃথিবীতে বসবাসকারী কয়েক শো কোটি খ্রীস্টবিশ্বাসী এই মুহূর্তে যীশু খ্রীস্টে আমাদের ভাই-বোন। মনপরিবর্তন, পুনরায় উৎসর্গীকরণ ও জন্মগ্রহণের দ্বারা এদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

কেবল তাই-ই নয়, যাকোবের বংশধরদের যে তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি, যাদের সবাইকে ঈশ্বর তাঁর পরিবারের সদস্য-সদস্যা করেছিলেন। তাদের মধ্যে যেমন অনেকে ছিল যোষেফের ন্যায় ধনী ও প্রভাবশালী, তেমনই তাদের মধ্যে অনেকে ছিল, যারা যহলেল, গূনি, যেৎসর ও শিল্লেমের মতো, যাদের নাম শাস্ত্রে আর কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। আবার তাদের মধ্যে ছিল রূবেনের মতো বেমানান, যাকোবের ন্যায় প্রতারক, এবং যিহুদার মতো যৌনপাপে পাপী; কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে চলেছিলেন। আজ মণ্ডলীর প্রতি এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান অনুসারে, পেরস বা সেরহের মতো অনামী শহরে আমাদের অনেকের জন্ম, কিংবা মনঃশি ও ইফ্রয়িমের মতো বড় শহরের দুই জাতির লোকের মধ্যে মিশ্র-বিবাহের ফলে আমাদের জন্ম হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের পরিবারে সাদরে গৃহীত।

একই সঙ্গে, পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বর তাঁর এই নতুন পরিবারকে ব্যবহার করে চলেছেন, যেন তাদের মধ্যেমে অন্যরা তাঁর সান্নিধ্যে আসে। তার জন্য যোষেফের মতো আমাদেরও প্রয়োজন সেই সাক্ষ্য দেওয়া যে, যীশু খ্রীস্টেতে ঈশ্বর আমাদের কত আশীর্বাদ করেছেন। আমরা হয়ত যোষেফের মতো সুবুদ্ধি ব্যবহারের দ্বারা অনেকের কষ্ট লাঘব করতে পারি, নিশ্চিৎ মৃত্যু থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারি। আবার অন্যরা আর্থিক সাহায্যের দ্বারা ক্ষুধিত, ব্যথাগ্রস্ত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারি। আবার অনেকে নিজেরা তাদের কাছে মিশনারী হয়ে যেতে পারি। অনেকে আবার তাদের সেবা-শুশ্রষার জন্য নিজেদের ঘর, পরিবার বা মণ্ডলী খুলে দিতে পারি। পৃথিবীর সমস্ত মণ্ডলীতেই এই ধরণের ক্ষুধা, দুঃখ, ও যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মানুষের উপস্থিতি বর্তমান। আবার, একইসঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়াবার, তাদের প্রতি ব্যবহারিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক সাহায্য পৌঁছে দেবার মানুষও সেই মণ্ডলীতেই থাকে। কিন্তু ধনী বা দরিদ্র যাই হই না কেন, প্রত্যেক বিশ্বাসী আমরা অন্যদের কাছে যীশু খ্রীস্টের সুসমাচার পৌঁছে দেবার সুযোগের অধিকারী। যোষেফের ভাইরা যেমন যাকোবের কাছে সেই খবর এনেছিল যে, যোষেফ এখনও জীবিত আছে; একইভাবে আমরা অবিশ্বাসীদের কাছে সেই সুসমাচার পৌঁছে দিতে পারি যে, যীশু জীবিত, তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রভু, তিনি তাঁর সন্তানদের দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে তাঁর প্রতাপপূর্ণ সেই স্বর্গে আমাদের ডাকছেন, যা তিনি প্রস্তুত করতে আমাদের পূর্বে সেখানে গেছেন। মৃত্যুছায়া অতিক্রম করে বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com